Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.105-113
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আয়ুর্বেদের বর্তমান স্থিতি: একটি বাস্তবতা

শ্রীকান্ত হাজরা
গবেষক, শিক্ষা বিভাগ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি, ভারত

Abstract:

Entering into the modern age, the human race today absolutely thinks that religion, philosophy, literature, Vedas, etc. bearing the signature of extraordinary achievements in the field of knowledge of ancient time, the practice of these ancient subjects is irrelevant in the present time. But on closer examination, it will be seen that this ancient practice is not something to be ignored in India today, but this vast store of knowledge has become a matter of pride for all of us. One such important and relevant practice is Ayurveda practice or Ayurveda treatment. It should be noted that the seeds of this Ayurveda and Tantra Shastra are basically rooted in the Atharva Veda. Unfortunately the current status of Ayurveda is not satisfactory. Misuse of Ayurveda and degradation of values has corrupted the social life to a great extent. Some self-interested, dishonest people are in favor of human, social, moral degradation for the sake of self-interest and financial gain. People today are determined to believe in the short life of others to serve their own interests instead of increasing the life of others, which is a terrible trend in the society today. Naturally, the recent decline in values and the current status of Ayurveda make the discussion important and relevant. Therefore, with the aim of creating a crisis-free and corruption-free future for India, which is on the verge of value degradation, the researcher has tried to review the problem in an investigative and analytical perspective. It is hoped that this research effort will lead to further research work and will be able to establish a positive direction in solving the causes and problems of this value degradation.

Keyword- Value, Degradation, Ayurveda, Reality.

প্রস্তাবনা: মানুষের শরীর মাত্রই ব্যাধির আকর। মানুষ মাত্রই স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন নিয়ম লঙ্ঘন করে থাকে এবং কাল, ঋতু ও প্রকৃতির খেয়াল সহ্য করে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শারীরিক অত্যাচার না করা সত্ত্বেও ব্যক্তিকে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয়। উল্লেখ্য স্বাস্থ্য রক্ষা সমস্ত নিয়ম পালন করলেও ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুশকিল। স্বভাবতই বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদ এক্ষেত্রে জীবনদায়ী বিষয় হয়ে উঠেছে। কথিত যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে এক লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরেই তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকূলকে স্বল্পায়ু ও স্বল্পধি দেখে সেই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। এই আয়ুর্বেদ শব্দের 'আয়ু' শব্দের অর্থ 'জীবন' এবং

'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। তাই 'আয়ুর্বেদ' শব্দের অর্থ হল জীববিদ্যা। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ বা উপকার সাধিত হয় তাকে আয়ুর্বেদ বা জীববিদ্যা বলা হয়। আয়ুর্বেদিক ঔষধ বলতে ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে করা চিকিৎসাকে বোঝায়। অন্যান্য শাস্ত্রের মত এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বহু বিশারদের নাম পাওয়া যায়। যেমন ভরদ্বাজ, আত্রেয় ,অগ্নিবেশ, জাতুষ্কর্ণ, ভেল, হারীত ক্ষারপাণি, ধন্বন্তরি। যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় একবিংশ শতাব্দীতে এই আয়ুর্বেদ বিভিন্ন ভাবে কলুষিত ও অপব্যবহিত। সমাজের কিছু অসৎ ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে ভুল পথে চালিত করে এই শাস্ত্রের অপপ্রচার ও অপব্যবহার করে চলেছেন। যারা সমাজের ক্ষেত্রে একটি অন্ধকারময় দিক তৈরি করছে। যা ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু পরিবর্তে স্বল্পায়ুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমীয় দেশ গুলি যেখানে আয়ুর্বেদকে তাদের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করছে, সেখানে ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশ আয়ুর্বেদকে কলুষিত করা পথকে সুনিশ্চিত করে চলেছে। এই স্থিতি যেকোনো সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। এই ক্ষতিকারক স্থিতির অন্যতম কারণ সামাজিক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। তাই এই আয়ুর্বেদের সঠিক ব্যবহার ও চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের সচেতন হওয়া আবশ্যক। এই সচেতনতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্র, যা একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ গড়ার পাথেয় স্বরূপ হবে।

অনুসন্ধান পদ্ধতি: মূলত গবেষণা কার্যটি একটি গুণাত্মক (Qualitative Research) অধয়য়ন। প্রকৃতির দিক থেকে এটি বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক। এই অনুসন্ধান কার্যটি করার ক্ষেত্রে গবেষক মূলত বিভিন্ন গৌণ উৎসের সাহায্য নিয়েছেন। যথা- গবেষণা পত্র, পত্রিকা, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র,গবেষণা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও বিভিন্ন গণগত ওয়েবসাইট ইৎয়াদি। প্রয়োজনে গবেষক ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের সহায়তা নিয়েছেন।

মূল্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়: সাম্প্রতিক কালে মূল্যবোধ ও সংকট এটি একটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ভাবে মূল্যবোধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং মূল্যসংকটের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপস্থাপনের সচেষ্ট হয়েছেন। মূলত 'Value' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'valarie'থেকে এসেছে, যার অর্থ 'strong এবং Vigorous'। অর্থাৎ কোন কিছুর মূল্য থাকা, যোগ্যতা থাকা বা গুণসম্পন্ন হওয়া। সাধারণ ভাবে মূল্যবোধ বলতে সামাজিক ,নৈতিক এবং অন্যান্য ধরনের আদর্শ মানকে বুঝি যা একজন ব্যক্তি সমাজে অন্যদের সঙ্গে নিজে অনুসরণ করবে। মনে করা হয় 'value' এর সমার্থক শব্দ সংস্কৃত 'ইষ্ট' যা ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থকে বোঝায় , যা ধর্ম- অর্থ- কাম- মোক্ষ সংক্রান্ত ন্যায়কে নির্দেশ করে। ড. রাধা কমল মুখার্জি যথার্থই মন্তব্য করেছেন- "Values may be defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning and socialization and that became subjective preferences, standards and aspirations"। অপর দিকে মূল্যবোধের সংকটের ধারণা দিতে গিয়ে বলা যায় যে ,সংকটের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Crisis ,যা গ্রিক শব্দ' Krisis', যার অর্থ জটিল, অস্থির, বিপজ্জনক। অর্থাৎ ব্যক্তি, দলগোষ্ঠী , সমাজ তথা গোটা বিশ্বে যা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে তাই হল সংকট। যখন সমাজ অসন্তোষ, চাপ ও সংকটের মুখোমুখি হয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে , মূল্যবোধের বিকাশে ও উন্নয়নে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মূল্যবোধের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের অবক্ষয় সাধিত হয় তখন তাকে মূল্যবোধের সংকট তথা মূল্যসংকট বলা হয়। বর্তমান সময়ে এই মূল্য সংকট একটি জটিল সমস্যা হয়ে উঠেছে ,যা সমাধানের জন্য সার্বিক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ:

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ (personal Value): ব্যক্তিগতমূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সৃজনশীলতা ,আত্মবিশ্বাস, সময়ানুবর্তিতা ,অধ্যবসায় ও উৎকর্ষতা সাধিত হয়। যার ফলে ব্যক্তি সুব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে।

সামাজিক মূল্যবোধ (Social Value): সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পরিবেশ সচেতনতা, সৌজন্য ,কর্তব্যপরায়ণতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ,দায়িত্ববোধ ও সমষ্টিচেতনা উন্মেষ ঘটে।

নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value): নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি সৎয় ও নিষ্ঠাবান, আত্ম সংযোজমী ও পরদঃখকাতরতা বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। একজন যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Spiritual Value): আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কঠোর সংযম, ঈশ্বরচেতনা, আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, ঈশ্বরভক্তি ও মহত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা সংগঠিত হয়।

আচরণগত মূল্যবোধ (Behavioural Value): আচরণগত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি সব রকমের সৎ আচরণ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন জীবনযাপনে কিরূপ আচরণ বাঞ্ছনীয় সেই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়।।

ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value): ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে ও নিজের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের ধর্মকে সম্মান করতে শেখে।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economical Value): অর্থনৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা গঠন করে অর্থাৎ অর্থকে কিভাবে সৎ ও যথাযোগ্য স্থানে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে বয়ক্তি সচেতন হয়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Democratic value): গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীন চেতা সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারে।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Value): সংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি সাংস্কৃতিক ভাবধারা গড়ে সচেষ্ট হয়। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সঞ্চালন কিরূপে সম্ভব সেই বিষয়ে ধারণা সংগঠিত হয়।

পারিবারিক মূল্যবোধ (Family Value): পারিবারিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আন্তরিকতাময় মানসিকতা গড়ে ওঠে ও পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে ও পরিবারের প্রতি দ্বায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়।

রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ (National Value): রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগৎয় তথা দেশের প্রতি ভালোবাসা গড়ে ওঠে। দেশের জন্য আত্মনিয়োগ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ (Political Value): রাজনৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে নিজের মত প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া ব্যক্তি রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারে।

পরিবেশগত মূল্যবোধ (Environmental Value): পরিবেশগত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি মধ্যে ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা গঠন করে। যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে একজন সচেতন পরিবেশ প্রেমীর মানসিকতা গড়ে ওঠে। পরিবেশ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

মানবিক মূল্যবোধ (Human Value): মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি মধ্যে সহানুভূতিশীল সহযোগিতা ও সমানুভূতিশীল মানসিকতা গড়ে ওঠে, একে অপরের প্রতি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শিক্ষাগত মূল্যবোধ (Educational value): শিক্ষাগত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে ও শিক্ষার অপরিহার্যতা বিষয়ে ধারণা গঠন করে।

সম্প্রদায়িক মূল্যবোধ (Community Value): সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে নিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীল মানসিকতা গড়ে ওঠে।

নান্দনিক মূল্যবোধ (Aesthetic Value): নান্দনিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা ও সৌন্দর্য বোধের ধারণা সংগঠিত হয়। শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলার প্রতি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

জ্ঞানমূলক মূল্যবোধ (Knowledgeable Value): জ্ঞানমূলক মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থী সর্বদা জ্ঞানপিপাসু রূপে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে ,যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনের পাথেয় স্বরূপ।

বৃত্তিগত মূল্যবোধ (Professional Value): বৃত্তিগত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে তার পেশার প্রতি আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। ব্যক্তির মধ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে ও বয়ক্তি পেশাদায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে হয়।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মূল্যবোধ (Health Value): স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি সর্বদা স্বাস্থ্য সচেতক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। ব্যক্তির মধ্যে এই ধারণা সংঘটিত হয় যে স্বাস্থ্যই হল সম্পদ। সুস্থ স্বাস্থ্য সুস্থ সমাজ ও সুস্থ মন গড়ে তুলতে পারে।

আঞ্চলিক মূল্যবোধ (Regional value): আঞ্চলিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে প্রাদেশিকতার ধারণা সংগঠিত হয়। আঞ্চলিক ভাবধারার প্রতি আত্মিক সম্পর্ক ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে।

বৈশ্বিক মূল্যবোধ (Global Value): বৈশ্বিক মূল্যবোধ ব্যক্তিকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি আন্তরিক মনোভাব গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক চেতনার ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ (Scientific Value): বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠিত হয়।

সার্বভৌমিক মূল্যবোধ (Universal Value): সার্বভৌমিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে জাতীয়তা বোধ গড়ে ওঠে ও দেশের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব সংঘটিত হয়।

উপকরণগত মূল্যবোধ (Meterial Value): দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার এর মাধ্যমেই ব্যক্তির মধ্যে উপকরণগত মূল্যবোধ সংঘটিত হয়। উপকরণে সঠিক ব্যবহার যেকোন সমাজের ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্ব পূর্ণ দিক।

আয়ুর্বেদের ধারণা: কথিত 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্' অর্থাৎ মানুষের শরীর হল ব্যাধির আকর বা ভান্ডার। কারণ শরীর মাত্রই বিভিন্ন রোগ ব্যাধির বাসস্থান, যা ব্যক্তির আয়ুকে সীমিত করে দেয়। তাই বলা যায় যে শাস্ত্র পাঠ করলে ব্যক্তির আয়ু(স্বল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারে সেই শাস্ত্রকে সাধারণত আয়ুর্বেদ বলা হয়। আয়ু' শব্দের অর্থ 'জীবন' এবং 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'বিদ্যা'। 'আয়ুর্বেদ' শব্দের অর্থ জীবন জ্ঞান বা জীববিদ্যা। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ সাধন হয় তাকে আয়ুর্বেদ বা জীব বিদ্যা বলা হয়। উল্লেখ্য এই আয়ুর্বেদ শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দের সমন্বয় গঠিত -যথা 'আয়ুষ', অর্থাৎ 'জীবন' এবং 'বেদ' অর্থাৎ 'বিজ্ঞান'। সরলীকরণ করলে আয়ুর্বেদ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'জীবনের বিজ্ঞান'। এটি এমনই এক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে রোগ নিরাময়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়। সাধারণত আয়ুর্বেদ চিকিত্সা বলতে ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে চিকিত্সাকে বোঝানো হয়। এই চিকিত্সা আনুমানিক ৫০০০ বছরের পুরাতন। পবিত্র বেদের একটি ভাগ হল অথর্ববেদ। এই অথর্ববেদের যে অংশে চিকিৎসা বিদ্যা বা জ্ঞান বর্ণিত আছে তাই হল আয়ুর্বেদ। প্রাচীন কাল থেকেই গাছপালার মাধ্যমেই মানুষের রোগের চিকিৎসা করা হত। এই চিকিত্সা পদ্ধতি বর্তমানে 'হারবাল চিকিত্সা' তথা 'অলটারনেটিভ ট্রিটমেন্ট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই চিকিত্সা বেশি প্রচলিত। পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও এই চিকিত্সা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ মর্ডান এলোপ্যাথি অনেক ঔষধেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই অনেক ব্যক্তি ও পরিবারের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য আয়ুর্বেদকেই পাথেয় করার পক্ষপাতি। পক্ষান্তরে বহু ডাক্তার ও অসৎ ঔষধ ব্যবসায়ীগণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরোয়া না করে সুনামের সঙ্গে নকল আয়ুর্বেদ ঔষধ অনবরত ও যথেচ্ছ হারে রোগীদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন। যা মূল্য অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও এখন এই আয়ুর্বেদ ঔষধ বিকল্প ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত হিসেবে বিশ্বে এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ মানুষ আজ ভাবতে শিখেছে কিভাবে সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। কারণ জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয়। এ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে-

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্তারং শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ও গ্রন্থ সমূহ

কথিত আছে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির জন্য 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে এক লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায় বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। কালক্রমে এই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সৃষ্টি হয়। প্রথমেই ব্রহ্মার কাছ থেকে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের শিক্ষালাভ করেন বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য ও দক্ষপ্রজাপতি। এরপর প্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিশেষ শাস্ত্র আত্মস্থ করেন। ব্রহ্মার দ্বারা বিভক্ত এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে নিম্ন রূপ হল-

শল্যতন্ত্র: শরীরে কাষ্ঠ, লৌহ, অস্থি ,ধূলীকণা প্রভৃতি প্রবেশ করলে তা নির্গত করার উপায় এই শল্যতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

শালাক্যতন্ত্র: চক্ষু, কর্ণ, মুখ ,নাসিকা জনিত রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থা বর্ণিত আছে শালাক্যতন্ত্রে।

কায়চিকিৎসাতন্ত্র: এই তন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গাস্রিত ব্যাধি, বিশেষত জ্বর, রক্তপিত, উন্মাদ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা বর্ণিত আছে।

ভূতবিদ্যা: গ্রহ কবলিত মানুষের চিকিৎসার বিস্মিত বিবরণ যথা গ্রহ শান্তি , হোম, যাগযজ্ঞ ও বলিদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে ভূতবিদ্যাতন্ত্রে।

কুমারভৃত্য: এই তন্ত্রে শিশু চিকিৎসার বিভিন্ন বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

আগদতন্ত্র: এই তন্ত্রে সর্প, কিট প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা বর্ণিত ও সর্পাদির দংশন জনিত ব্যাধি প্রশমনের উপায় বর্ণিত আছে।

রসায়নতন্ত্র: বিভিন্ন রোগ বিনাশক ভেষজের বিবরণ এবং আয়ু,মেধা প্রভৃতি বর্ধনের উপায় লিপিবদ্ধ আছে এই রসায়ন তন্ত্রে।

বাজীকরণ: এই তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল শুক্রের আপ্যায়ন, উপচয়, রিরংসা জননের উপায় উল্লেখিত।

উল্লেখ্য, এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- আত্রেয় সম্প্রদায়, ধন্বন্তরি সম্প্রদায়, শালাক্য সম্প্রদায়, ভূতবিদ্যা তান্ত্রিক সম্প্রদায়, কৌমারভৃত্য সম্প্রদায় , অগদ তান্ত্রিক সম্প্রদায়, রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়, বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

গ্রন্থসমূহ: চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয়, রসরত্নসমুচ্চয়, রুগ্বিনিশ্চয়, চিকিৎসাসারসংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, বৈদ্যজীবন ইৎয়াদি।

বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা:

১। ভৌতিক দেহের উপাদান, মনের স্বরূপ, দেহ ও মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয় বর্ণিত।

২। রাজযক্ষা, কর্কট প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি এই শাস্ত্রে বর্ণিত।

৩। বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যায়ন করে ব্যক্তি রোগের ভেদ ,পর্যায়ে, রোগের লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা গঠন করতে পারবে।যা ব্যক্তিকে সুস্থ জীবনযাপনে সহায়তা করবে।

৪। বিভিন্ন রোগের মূলে কটু অম্লাদি রসের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সাহায়য করবে।

৫। আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করে মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ ও বর্হি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করা সম্ভব হবে।

৬। রোগীর উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়গুলির কিরূপ ভূমিকা সেই বিষয়ে ধারণা গঠন করা সম্ভবপর হবে।

৭। বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালীর বিবরণ বিষয়ে সঠিক ধারণা সংঘটিত হবে।

৮। বিভিন্ন রোগ থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভের উপায় ও ঔষধের সেব্য অসেব্য বিচার প্রভৃতি আলোচনা করা সম্ভবপর হবে।

৯। নিয়োগ দীর্ঘায়ু লাভের জন্য কোন কোন বিষয় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এই শাস্ত্রে তা বর্ণিত।

১০। বিভিন্ন রোগের কারণ এবং সেগুলি প্রতিকারের বিজ্ঞান সম্মত উপায় সম্পর্কে ধারণা গঠন সম্ভবপর হবে।

১১। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক দিক উন্নতির জন্য কিরূপ পদক্ষেপের প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ হয়েছে এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র সমূহে।

১২। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ জনিত রোগ সমূহের নিরাময় কিভাবে সম্ভব তা বর্ণিত আছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

১৩। বিভিন্ন সর্প ও কিট প্রভৃতির সম্পর্কে জ্ঞান ও দংশন জনিত ব্যাধি প্রশমনের উপায় আলোচিত হয়েছে এই শাস্ত্র।

১৪। কিভাবে ভেষজবিদ্যার মাধ্যমে আয়ু, মেধা প্রভৃতি বৃদ্ধি করা যেতে পারে তা লিপি বদ্ধ আছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে।

১৫। বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের কার্যকারিতা কিরূপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে তার বিশেষ বর্ণনা আছে এই শাস্ত্রে।

১৬। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মধ্যেই আধুনিক চিকিৎসার বীজ নিহিত আছে। যা অধ্যয়নের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

১৭। জ্বর, রক্তপিত, গুল্ম, কুষ্ঠ ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার সূত্র আলোচিত হয়েছে এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

১৮। সন্তান উৎপত্তির বিবরণ ও গর্ভের ভ্রূণ বৃদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত। ধাতুভেদে পুরুষেরভেদ শরীরের গঠন অনুসারে রোগের বিবরণ, প্রসববিধি, সূতিকা, উপাচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

আয়ুর্বেদের অপব্যবহার ও মূল্যবোধের অবক্ষয়:

১। নকল আয়ুর্বেদ ঔষধ বিক্রি করে অনেক ঔষধ ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক মুনাফা লাভে সচেষ্ট। যা মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২। করোণা কালে সাধারন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বহু এলোপাথি ঔষধ আয়ুর্বেদিক ঔষধ বলে চালানোর প্রবণতা পরিলক্ষিত। যা মূল্যবোধ অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৩। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার নামে বহু অসদ ঔষধ ব্যবসায়ী ও নকল চিকিৎসক ব্যক্তিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, যা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম দিক।

৪। নকল ঔষধ বিক্রি করার প্রবণতা ফলে অনেক চিকিৎসক পেশাগতদারিত্ব ও পেশাগত নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করতে বদ্ধপরিকর, যা মূল্য অবক্ষয়ের নামান্তর।

৫। ট্রেনে ও বাসে বিভিন্ন ঔষধ আয়ুর্বেদিক বলে বিক্রি করার প্রবণতা খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ঐ ঔষধ সেবনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় যা ব্যক্তিকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা মূল্য অবক্ষয়কে সুনিশ্চিত করে।

৬। অনেক ভন্ড চিকিৎসক বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির নেশা জনিত সমস্যা পরিসমাপ্তি করার নিশ্চিত গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন, যা কোনও ভাবেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার দিক নির্দেশ করে না।

৭। আয়ুর্বেদের নামে সমাজের সর্বত্র বিভিন্ন নকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়, যা সামাজিক ক্ষেত্রে খুবই ভয়ঙ্কর পরিণতি আনতে বাধ্য। এই প্রবণতা মূল্য অবক্ষয়ের নামান্তর।

৮। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার নামে অনেক সাধারণ মানুষের থেকে বহু অর্থ অগ্রিম হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। আদতে তা এক রকমের জালিয়াতি স্বরূপ, যা সামাজিক মূল্যবোধর অবক্ষয়কে সুনিশ্চিত করে।

৯। দৈনন্দিন সংবাদপত্রে ও টিভি চ্যানেলে যে আয়ুর্বেদিক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আদতে তা এক রকমের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে, এই ভ্রান্ত ধারণা মানুষের ব্যক্তির জীবনকে সংকটের মুখে নিয়ে যায়।

১০। যৌবনকে ধরে রাখার জন্য যে আয়ুর্বেদিক পথ্য ঔষধ হিসেবে দেওয়া হয় তা অনেকাংশেই শরীরের মধ্যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু করার পরিবর্তে স্বল্পায়ুর দিকে নিয়ে যায়।

১১। অনিক ব্যক্তির মধ্যে আয়ুর্বেদ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও বহু ব্যক্তির মধ্যে এই ধারণা খুবই সংকীর্ণ। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক মোনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে বহু ব্যক্তি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নামে মানুষকে ঠকানোর পথ বেছে নিচ্ছেন, যা সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার: মানবজাতি জন্ম হতে মৃত্যুপর্যন্ত শিক্ষালাভ করে থাকে। অর্থাত্ যত দিন বাঁচে তত দিন শেখে। এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি এমন এক হাতিয়ারের অন্বেষণ করেছে যা ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। আর নিঃসন্দেহে সেই হাতিয়ার হল আয়ুর্বেদশাস্ত্র।কিন্তু বর্তমানে এই অমূল্য শাস্ত্র অনেকাংশে কলুষিত। আর এই কলুষতার অন্যতম কারণ মানবজাতির মূল্যবোধের অবক্ষয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু মূল্যবোধের স্থিতি সেই তিমিরেই থেকে গেছে। সমাজের সর্বত্র মূল্য অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অপব্যবহারকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই শাস্ত্রের অপব্যবহার মানবজীবনকে বর্তমান সময়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই মূল্যবোধের অবক্ষয় বিষয়ক একটি আলোচনা এসেই পড়ে। এই মূল্য অবক্ষয়ের পিছনে বহু কারণ বিদ্যমান তথাপি মানবিক, নৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত নৈতিকতার অভাবকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ব্যক্তি তথা মানুষের নিতান্তই ক্লান্ত তাই ফাঁক থেকে যাচ্ছে নৈতিকবিকাশে, ফাঁক থেকে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতাবোধে ও ফাঁক থেকে যাচ্ছে আত্মিক ও মানবিক সম্পর্ক বোধে। সুতরাং মূল্যবোধের সংকট তথা অবক্ষয়কে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে হলে তার গভীরে থাকা বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন ও তার সমাধানের অঙ্কুরোদ্গমন হওয়া আবশ্যক।কারণ সমাধানের বার্তা বা সম্ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও যথার্থ মূল্যবোধের বীজ, যা সমাজ গঠনের পাথেয় স্বরূপ।

নির্দেশিকা:

১। দাস, করুণাসিন্ধু (১৯৯০)সংস্কৃত সাহিত্যের পরিক্রমা,রত্নাবলী পাঃ,কলিকাতা।
২। গোপ, যুধিষ্ঠির (২০০৯) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,সঃ.বুঃ. ডিঃ ,কোলকাতা।
৩। ভট্টাচার্য, বিমানচন্দ্র (১৯৫৮) সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,বুক ওয়ার্লড, কোলকাতা।
৪। দাস, দেবকুমার (১৯৯৮) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সদেশ পাঃ, কোলকাতা।
৫। ভৌমিক, জাহ্নবী (১৯২৮) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা।
৬। মণ্ডল, কৃষ্ণকালী (২০১৭)বৈদিক সাহিত্যচর্চা,সঃ.পঃ.ভঃ, কোলকাতা।
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৮) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পঃ.রঃ.পঃ.প,কোলকাতা।
৮। Venkataiah, N. (1998).Value Education.APH, India.
৯। Alfredo. (2019). Value and crisis; Brill Academic Publication, 2019.
১০। Welch, A.(2014). The value Crisis; Aanimad press .
১১। Wain, K. (1995). Value Crisis; Malta University publisher.
১২। Mukherjee, R. (2014). Indian Society: issues And problems. SBPD publication, India.
১৩। Dinakar, P. (2010). Life Skill Education. APH, India.
১৪। Roy.p&Chandra, T. (2019).Value Education. Rita Publication,kolkata.

Links

1. http://en.wikipedia.org/wiki/values_education.
2. http://en/wikipedia.org/wiki/ethics
3. www.google.com
4. www.valuesbasededucation.com
5. www.curriculum.edu.au
6. www.researchgate.net
7. www.livingvalues,net
8. www.edifyschoolbengaluru.com
9. www.goolebooks.com
10. www.shodhaganga.com
11. www.inflibnet.org
12. www.archive.com
13. www.worldpress.com
14. www.namami.com
15. www.academia.com
16. www.hinduonline.com